উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে বাংলাদেশ পুরোপুরি প্রস্তুত নয়: উপদেষ্টা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের পথে রয়েছে। কিন্তু এই পদক্ষেপটি আমরা গত সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ করেছি।

তিনি বলেন, গত সরকারের সময়ে প্রকাশিত জিডিপি, ব্যক্তিগত আয়, মাতৃস্বাস্থ্য ও অন্যান্য সামাজিক সূচকগুলো বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। বাস্তবিক অর্থে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে বাংলাদেশ এখনো পুরোপুরি প্রস্তুত নয়।

উপদেষ্টা বুধবার সকালে প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআইবি) কনফারেন্স রুমে নাগরিক উদ্যোগ ও পিপলস হেলথ মুভমেন্ট আয়োজিত ‘বাংলাদেশের ভবিষ্যত নির্ধারণী উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণ ও দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ে সতর্ক পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন’- শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পরিসংখ্যান বহন করলেও তা বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না। আগামী ২০২৬ সালের নভেম্বর মাসে আমাদের দেশের উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা গ্রহণের সময় আসবে এবং অন্তর্বর্তী সরকারকে সে অনুযায়ী নিয়ম মেনে প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে।

তিনি বলেন, এলডিসি উত্তরণের ফলে শুল্ক ও জিএসপি সুবিধার প্রভাব কোথায় বৃদ্ধি পাবে এবং কোথায় হ্রাস পাবে- তা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে।

উপদেষ্টা সতর্ক করে বলেন, বিদেশ থেকে স্বল্পমূল্যে গরুর মাংস আমদানি করলে দেশীয় গবাদিপশুর বাজারে প্রভাব পড়বে এবং লাখ লাখ খামারি, বিশেষ করে গরিব মহিলারা যারা গরু লালন-পালন করে উদ্যোক্তা হিসেবে অবদান রাখছেন, তাদের ক্ষতি হবে।

তিনি বলেন, ‘আমরা বিদেশ থেকে মাংস আমদানি কমানোর জন্য চেষ্টা করছি। কারণ, আমদানি করা মাংসের মাধ্যমে জুনোটিক রোগ প্রবেশের ঝুঁকি রয়েছে।’

উপদেষ্টা ফরিদা আরও বলেন, সাগরের সি উইড ও কুচিয়া রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ হিসেবে আমাদের আমদানি হ্রাস করতে হবে এবং দেশীয় উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

এ সময় আরও বক্তব্য দেন- অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, থার্ড ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্কের জেনেভাভিত্তিক লিগ্যাল অ্যাডভাইজার ও সিনিয়র রিসার্চার সানিয়া রিড স্মিথ, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. জাহেদ মাসুদ, অ্যাডভোকেট তাসলিমা জাহান প্রমুখ।

সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নাগরিক উদ্যোগের কো-অর্ডিনেটর বারাকাত উল্লাহ মারুফ।

সূত্র: যুগান্তর

ঋণখেলাপিরা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না: অর্থ উপদেষ্টা

আগামী নির্বাচনে ঋণখেলাপিরা অংশ নিতে পারবে না বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ।

বুধবার (১৩ আগস্ট) সচিবালয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের আয়োজনে ইপি পেনশন উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি।

উপদেষ্টা বলেন, নির্বাচন কমিশনের উচিত ঋণখেলাপিদের শনাক্ত করা। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কোর্টের স্টে অর্ডার নিয়ে। মহিউদ্দিন খান আলমগীর তো ঋণখেলাপি অবস্থায় পাঁচ বছর কাটিয়ে দিয়েছিলেন।

আগামী নির্বাচনে কালো টাকা রোধে সরকার কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে

কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, কালো টাকার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় হচ্ছে উৎস আর প্রসেস। উৎসটা কিন্তু আগের চেয়ে মোটামুটি বন্ধ হয়েছে। আগে তো ব্যাংকের মালিক, শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক, নিউজ পেপারের মালিক, ফ্লাটের মালিক সব একজনই। কিন্তু এখন এটা হচ্ছে না। মোটামুটি এখন একটু চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স হচ্ছে।

তিনি বলেন, আমরা সবসময় বলি অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে রাজনৈতিক সংস্কৃতির ওপর। রাজনীতিবিদরা যদি উৎসাহ দেন যে টাকা-পয়সা দিয়ে নমিনেশন দেবেন, ভোট দেবেন, তাহলে আমি অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে কিছুই করতে পারব না।

সূত্র: যুগান্তর

প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিতে কাজ করছে সরকার: প্রধান উপদেষ্টা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় মালয়েশিয়ার প্রবাসী বাংলাদেশিদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।

তিনি বলেন, ‘আপনারা অর্থনীতিতে মস্ত বড় অবদান রাখছেন। আপনাদের এই অবদানের স্বীকৃতি আমাদের দিতে হবে। আগামী নির্বাচনে প্রবাসীদের ভোটাধিকার আমাদের নিশ্চিত করতে হবে।’ গতকাল মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে এক মতবিনিময়সভায় এ কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টা।

তিনি বলেন, ‘আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে চেষ্টা করেছি প্রবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করতে, তাদের কথা শুনতে। আপনাদের অনেক ন্যায্য অভিযোগ রয়েছে। আমরা এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছি। জটিলতা কমানোর চেষ্টা করে

যাচ্ছি।’

পাসপোর্টসংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে সরকার খুব দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে এবং সরকারি সব সেবা প্রবাসীদের কাছে পৌঁছে দিতে ‘নাগরিক সেবা বাংলাদেশ’ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা।

এর পাশাপাশি প্রবাসীদের জন্য একটি বিশেষ অ্যাপ তৈরির কাজ চলছে যাতে করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত সব প্রবাসী বাংলাদেশি এক প্ল্যাটফরমে কানেক্টেড থাকতে পারেন, জানিয়েছেন তিনি।

বাংলাদেশের অর্থনীতি বিধ্বস্ত অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে প্রবাসীদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘দেশের পরিস্থিতি এখন অনেকটাই স্বস্তির জায়গায় ফিরেছে। অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে আপনারা বড় অবদান রেখেছেন।’

তিনি আরো বলেন, ‘আমরা এখন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রস্তুত। আমি ইতোমধ্যে নির্বাচনের সময় ঘোষণা করেছি। এই নির্বাচনে প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিতে সরকার কাজ করছে। আশা করছি, এবার আপনাদের নতুন অভিজ্ঞতা হবে। আপনারা সবাই ভোটার হবেন, ভোট দেবেন। নির্বাচন কমিশনারের সাথে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। তারা প্রস্তুতি নিচ্ছেন।’

সভায় মালয়েশিয়া প্রবাসী বাংলাদেশিদের কয়েকটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে দূতাবাসে জনবল বাড়ানো, বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের গ্র্যাজুয়েট প্লাস ভিসা, যারা অনিয়মিত হয়ে গেছেন তাদের নিয়মিতকরণ করা, বাণিজ্য-শিল্প ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়ে মালয়েশিয়ার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে প্রবাসী কল্যাণ উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল জানান।

বিভিন্ন পেশা, শ্রেণি, সংস্থা ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা এ মতবিনিময়সভায় অংশ নেন।

সূত্র: কালের কন্ঠ

ঝালকাঠিতে একই স্থানে বিএনপি-যুবদলের সমাবেশ, ১৪৪ ধারা জারি

ঝালকাঠির রাজাপুরে একই স্থানে একই সময়ে উপজেলা বিএনপি ও যুবদল পাল্টাপাল্টি সমাবেশ ডাকায় শহর এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে উপজেলা প্রশাসন।

গতকাল মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) রাত ১০টায় এ আদেশ জারি করেন রাজাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাহুল চন্দ। এতে রাজাপুর উপজেলা পরিষদ মার্কেট চত্বর ও সংলগ্ন এলাকায় আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) রাত ১২টা পর্যন্ত যেকোনো সভা, সমাবেশ, মিছিল, মিটিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়।

স্থানীয় নেতাকর্মীরা জানান, রাজাপুরে একই সময় একই স্থানে বিএনপি ও যুবদলের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

এতে স্থানীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করে। উপজেলা বিএনপির একাংশ জুলাই গণঅভ্যুত্থান বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আজ বুধবার বিকেলে উপজেলা মার্কেট চত্বরে র্যালি ও সমাবেশের কর্মসূচির ডাক দেয়। একই সময়ে উপজেলা চত্বরে ‘জুলাই/২৪ বিপ্লব’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে সমাবেশের ঘোষণা দেয় উপজেলা যুবদল। একই স্থানে একই সময় দুই গ্রুপের সমাবেশের বিষয়টি চিঠি দিয়ে রাজাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাহুল চন্দ ও রাজাপুর থানার ওসি মো. ইসমাইল হোসেনকে জানানো হয়।

এ পরিস্থিতিতে গতকাল রাতে উপজেলা প্রশাসন জরুরি বৈঠক করে সমাবেশস্থলে ১৪৪ ধারা জারি করে।দলীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলা বিএনপির সমাবেশে প্রধান অতিথি থাকার কথা ছিল বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও ঢাকা সিটি করপোরেশনের সাবেক ডেপুটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালামের। প্রধান বক্তা হিসেবে থাকার কথা ছিল দলের নির্বাহী কমিটির সহ-তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক এইচ. এম. সাইফ আলী খানের। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল ঝালকাঠি জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট সৈয়দ হোসেন ও সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট শাহাদৎ হোসেনের।

অপরদিকে উপজেলা যুবদলের সমাবেশে প্রধান অতিথি থাকার কথা ছিল ঝালকাঠি জেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক মো. রবিউল হোসেন তুহিনের। প্রধান বক্তা হিসেবে থাকার কথা ছিল জেলা যুবদলের সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট মো. আনিসুর রহমান খানের। সভাপতিত্ব করার কথা ছিল উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মো. মাছুম বিল্লাহ পারভেজের।

রাজাপুর থানার ওসি মো. ইসমাইল হোসেন বলেন, ‘সভাস্থলে ১৪৪ ধারা জারি করেছে উপজেলা প্রশাসন। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঠেকাতে পুলিশ যথেষ্ট তৎপর রয়েছে।

ইউএনও রাহুল চন্দ বলেন, ‘কর্মসূচির বিষয়ে কেউ আমাদের কাছ থেকে অনুমতি নেয়নি। শুধু অবহিত করেছে। একই সময় ও একই স্থানে উভয়পক্ষ কর্মসূচি ঘোষণা করায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ঘটতে পারে। তাই সভাস্থলে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। আইন অমান্য করলে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সূত্র: কালের কন্ঠ।

ধানের শীষে ভোট দিয়ে দেশ গড়ার সুযোগ দিন: তারেক রহমান

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে বিএনপিকে দেশ গড়ার সুযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেন, আগামী নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিয়ে জনগণ বিএনপিকে সমর্থন জানালে নিরাপদ, সমৃদ্ধ ও সবার জন্য কর্মবান্ধব বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক যুব দিবসের আলোচনা সভায় লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ের চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদল যৌথভাবে ‘যুব সমাজের প্রত্যাশা ও বিএনপির পরিকল্পনায় আগামীর বাংলাদেশ’ শীর্ষক সভার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তারেক রহমান বলেন, স্লোগাননির্ভর রাজনীতির দিন ফুরিয়ে এসেছে। বিএনপি শুধু প্রতিশ্রুতি দেয় না,

প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বিশ্বাস করে। জনগণের রায়ে বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেলে সব পরিকল্পনা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে। জনগণের জীবনমান উন্নয়নের সব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চাইলে বিএনপির প্রতি জনগণের স্বতঃসাফূর্ত সমর্থন প্রয়োজন। জনগণের শক্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য আগামী জাতীয় নির্বাচনে সব সহযোগিতা ও সমর্থন প্রয়োজন।

তারেক রহমান বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার ও নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে-ফ্যাসিবাদের দেড় দশক পর ফ্যাসিস্টমুক্ত বাংলাদেশে আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দেশের সব নারী-পুরুষ, ছাত্র-তরুণ, যুবসমাজসহ সর্বস্তরের জনগণের কাছে আমার আহ্বান-আগামী নির্বাচনে ধানের শীষে ভোট দিন। দেশ গড়ার সুযোগ দিন। সবার সহযোগিতা চেয়ে এতটুকু বলতে চাই- ভোট দিলে ধানের শীষে, দেশ গড়ব মিলেমিশে। তিনি বলেন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করাই হচ্ছে আগামী দিনের বিএনপির মূল রাজনীতি। দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি তখনই সম্ভব যখন কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করা যায়। প্রতিহিংসার রাজনীতি থেকে সরে এসে আমরা যদি সহনশীল ও সমঝোতার রাজনীতি চর্চা করি তাহলে দেশের সম্ভাবনার নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে।

বক্তব্যের শুরুতে প্রযুক্তিনির্ভর যুবসমাজ গড়ে তোলার বিষয়ে তারেক রহমান দলের কর্মপরিকল্পনা বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই তরুণ যুবসমাজকে প্রযুক্তিগত এবং কারিগরি শিক্ষায় দক্ষতা অর্জন করতে হবে। তরুণ-যুবসমাজকে প্রযুক্তিগত জ্ঞানসম্পন্ন ও দক্ষ যুবশক্তি হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিএনপির নেওয়া কর্মপরিকল্পনা বাস্তবসম্মত এবং সময় উপযোগী। তরুণ-যুবসমাজের সৃজনশীলতা উদ্ভাবনী শক্তি এবং কর্মস্পৃহা দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নেবে। অপরদিকে যুবসমাজ বিপদগামী হলে দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হবে। প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জনে পিছিয়ে পড়লে যুবসমাজের পক্ষে রাষ্ট্র ও সমাজে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে না। তিনি বলেন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের (এআই) মতো আধুনিক প্রযুক্তি মানুষের জীবনধারাকে বদলে দিচ্ছে। প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ হচ্ছে। এসব নিত্যনতুন প্রযুক্তির কারণে অনেক ট্রেডিশনাল কাজ বিলুপ্তি হচ্ছে। একই সঙ্গে প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থানের বাজার বড় হচ্ছে। সুতরাং প্রযুক্তির নতুন বাজারে আমাদের প্রবেশ করতে হবে। এজন্য অবশ্যই প্রয়োজন দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন। তরুণ ও যুবসমাজের জন্য

এ মুহূর্তে দক্ষতা, যোগ্যতা অর্জনই হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

তারেক রহমান আরও বলেন, বিএনপি বিশ্বাস করে প্রযুক্তিনির্ভর তারুণ্য এবং যুবশক্তি গড়তে হলে যুবশক্তির প্রযুক্তিগত কর্মদক্ষতা অবশ্যই বাড়াতে হবে। প্রযুক্তিনির্ভর বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নানামুখী পরিকল্পনা রয়েছে। পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ টিম কাজ করছে। স্কুল পর্যায় থেকে শিক্ষা কারিকুলাম প্রযুক্তিবিষয়ক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হিসাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য আমাদের টিমগুলো কাজ করছে। প্রয়োজনীয় প্ল্যানিং তারা তৈরি করছে।

তারেক রহমান বলেন, বাংলাদেশের জনসংখ্যা হতে পারে আমাদের একমাত্র সাফল্য ও সমৃদ্ধির নিয়ামক। একটি দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি যখন শ্রমশক্তি থাকে, সেটি হলো ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড। এ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের বিবেচনায় দেশের বর্তমান জনসংখ্যা দেশের উন্নয়নের প্রধান নিয়মক হয়ে উঠতে পারে। কারণ বয়সের হিসাবে আমাদের জনসংখ্যার অধিকাংশ কর্মক্ষম। এ জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তর করা প্রয়োজন।

তারেক রহমান বলেন, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে আমরা আগ্রহী। একই সঙ্গে তরুণ-যুবকদের আগ্রহী একটি অংশকে খেলাধুলায় পারদর্শিতা অর্জন প্রয়োজন। এজন্য এ খেলাকে পেশা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ক্রীড়া শিক্ষাকেও আমরা কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

এদিকে, বিএনপির বিরুদ্ধে পরিকল্পিত মিথ্যাচারের অভিযোগ করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বিএনপি আগামী দিনে সরকার গঠন করতে পারে-তাই আমাদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত মিথ্যাচার করা হচ্ছে।

যে কোনো অপকর্মের সঙ্গে বিএনপিকে জড়িয়ে খাটো করার অপচেষ্টা চলছে। বিএনপি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিতে বড় দল হিসবে কাজ করবে। যাতে আওয়ামী লীগের মতো কারচুপির নির্বাচনের অভিযোগ তুলে কেউ বিএনপির দিকে আঙুল তুলতে না পারে। এ বিষয়ে নেতাকর্মীদের সচেতন থাকতে হবে।

মির্জা ফখরুল আরও বলেন, আমাদের নেতা (তারেক রহমান) তার নিজস্ব সংগ্রাম দিয়ে নির্বাচনকে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নিয়ে এসেছেন। আমাদের দায়িত্ব একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ অবাধ নির্বাচন আয়োজনের।

আমরা যাতে এ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে শেষ করতে পারি।

জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এসএস জিলানীর সভাপতিত্বে ও যুবদলের সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নয়ন ও ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির যৌথভাবে আলোচনা সভা সঞ্চালনা করেন। এতে বক্তব্য দেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, এনডিএমের চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ, বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম বকুল, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন, সিনিয়র সাংবাদিক শরিফুল ইসলাম খান ও মুক্তাদির রশীদ রুমি, নাট্য নির্মাতা মাসরুর রশীদ বান্নাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তাফসির, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক রাজীব আহসান ও ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব প্রমুখ।

সূত্র: যুগান্তর।

‘সাদাপাথরে’ নজিরবিহীন লুটপাট, ক্ষোভ জানিয়ে যা লিখলেন রুবেল

গেল বছরের ৫ আগস্টের পর থেকে বিরামহীনভাবে চলছে ভোলাগঞ্জ সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্রের পাথর লুট। সিলেটের দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে ভ্রমণপিপাসু মানুষের পছন্দের শীর্ষে থাকা এটি বর্তমানে লুটেরাদের ছোবলে ক্ষতবিক্ষত স্পটে পরিণত হয়েছে।

লুটপাটের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জাতীয় দলের ক্রিকেটার রুবেল হোসেন। মঙ্গলবার নিজের ফেসবুক পেজে এক সংক্ষিপ্ত পোস্টে তিনি লুটপাট বন্ধ করে প্রকৃতি রক্ষার আহ্বান জানান।

ফেসবুক পোস্টে রুবেল লিখেছেন, ‘সিলেটের সাদাপাথর নেই তো হারাবে সিলেটের সৌন্দর্যের গল্প। সাদা পাথর লুটেরাদের থামাও—প্রকৃতি লুট নয়, প্রকৃতি রক্ষা করুন।’

সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক মাধ্যমে ‘সাদাপাথরে’ লুটপাটের কিছু

ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। পাথরখেকোদের তাণ্ডবনৃত্য দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। সেই ধারাবাহিকতায় রুবেলের এই প্রতিক্রিয়া এলো।

গত ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগে ভোলাগঞ্জের সাদা পাথর এলাকায় শুরু হয় পাথর উত্তোলনের মহোৎসব। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আশ্রয়ে চলছে এই লুটপাট।

পরিবেশবিদদের আশঙ্কা, এভাবে চলতে থাকলে দেশের অন্যতম আকর্ষণীয় এই পর্যটন স্পটটি হারিয়ে যেতে পারে মানচিত্র থেকে। এতে সেখানকার পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন হবে।

সূত্র: যুগান্তর ।

হাসিনার পরামর্শে দেশ চালাচ্ছেন ড. ইউনুস সরকার - রাশেদ খান

গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মোঃ রাশেদ খান বলেছেন, চলমান সংস্কার, খুনিদের বিচার ও দেশের বর্তমান অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ড. ইউনুস সরকার হাসিনার পরামর্শে দেশ চালাচ্ছেন। এভাবে চলতে থাকলে দেশ থেকে মুজিববাদ ও ফ্যাসিবাদের বিলোপ হবে না।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে ঝিনাইদহ শহরের ফ্যামিলি জোন নামে একটি রেষ্টুরেন্টে “কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে ২০২৪ সালের রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন এবং একটি সফল গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী রাষ্ট্র সংস্কারে করণীয় শীর্ষক” এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, চুনোপুটিদের নয়, খুনি শেখ হাসিনা, ওবাইদুল কাদের, কামাল ও শামীম ওসমানদের দেশে ফিরিয়ে এনে ফাঁসির দড়িতে ঝোলাতে হবে। এ নিয়ে জাতি কোন টালবাহানা সহ্য করবে না।

প্রয়োজন হলে আরো ১০টি ট্রাইব্যুনাল বসাতে হবে। টাকা না থাকলে জনগন টাকা দিবে।

ঝিনাইদহ জেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি শাখাওয়াত হোসেনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইকবাল জাহিদ রাজন, যুব অধিকারের সভাপতি রাকিবুল হাসান রকিব, যুবনেতা মোঃ মিশন আলী, ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি আব্দুল্লা আল মামুন, সাধারণ সম্পাদ মো: রায়হান হোসেন রিহান, মো: মাহাফুজ রহমান, মো: হালিম পারভেজ ও মো: নাহিদ হাসন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

তিনি এনসিপি’র সমালোচনা করে বলেন, এই দলটি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে। এটা আমার কথা নয়, টিআইবি প্রধান তাদের কিংস পার্টি বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাছাড়া এনসিপি সমর্থিত দুই উপদেষ্টা পদ নিয়ে দেশ চালাচ্ছেন। তারপরও হাসনাত আব্দুল্লারা ড. ইউনুস সরকারের সমালোচনা করছেন। তাদেরও ভুল ভাঙ্গতে বসেছে।

তিনি বলেন, যারা হাসিনার মতো স্বৈরশাসককে পরাজিত করতে পেরেছে, তারা আজ নানা কলংকের তিলক মাথায় নিচ্ছে। চাঁদাবাজীতে লিপ্ত হচ্ছেন। মানুষ ও সমাজের কাছে এইসব বীরেরা হেয় হচ্ছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ছাত্রদের কলংকিত করলো কারা ?

তিনি আরো বলেন, প্রত্যেক উপদেষ্টা দুর্নীতি করছেন। তারা আখের গোছাতে ব্যস্ত। ডিসি নিয়োগ থেকে শুরু করে সব কিছুতেই দুর্নীতির ছোঁয়া লেগে আছে। ১৬ বছর বিএনপি-জামায়াতের তকমা লাগানো আমলারা এখনো নির্যাতিত ও পদ বঞ্চিত হচ্ছে বলে মোঃ রাশেদ খান অভিযোগ করেন। জুলাই সনদ নিয়ে প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, যে সরকার শহীদদের তালিতা তৈরী করতে পারে না, তাদের কাছ থেকে জাতি কি আশা করতে পারে। তিনি বলেন জাতিসংঘের তদন্তে নিহত’র সংখ্যা চৌদ্দশ কিন্তু জুলাই সনদে সংখ্যা এক হাজার করা হলো। এটা কেন এবং কিভাবে হলো ?

তিনি গণঅভ্যুত্থানের শক্তিকে মাঠে থাকা ও এক সঙ্গে কাজ করার আহবান জানিয়ে বলেন, মাঠে না থাকলে আ’লীগ মাঠ দখল করে অরাজকতা সৃষ্টি করতে পারে। ইতিমধ্যে তারা এমন ষড়যন্ত্র করে বসে আছে। তাই সবাই কোন না কোন কর্মসুচি নিয়ে রাজপথে থাকতে হবে। ১৪ দল ও জাতীয় পার্টি নানা ছুতোয় নির্বাচন করতে চাইবে। তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে। কারণ তারাও হাসিনার উচ্ছিষ্টভোগী। ডামি, মামি বা যেকোনো নামে তাদের নির্বাচন করার সুযোগ নেই। তিনি ১৪, ১৯ ও ২৪

সালে নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারী ডিসি, এসপি ও ইউএনওদের বিচার দাবী করেন।

সারজিসের বিরুদ্ধে আদালতে মানহানি মামলার আবেদন

গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যায় বিএনপিকে জড়িয়ে অপপ্রচার করার অভিযোগ এনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলে মুখ্য সংগঠক সারজিস আলমের বিরুদ্ধে গাজীপুর কোর্টে মামলার আবেদন করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দুপুরে গাজীপুর মেট্রোপলিটন অতিরিক্ত চিফ ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ২- এর বিচারক আলমগীর আল মামুনের বেঞ্চে মামলাটির আবেদন করা হয়।

মামলার বাদী গাজীপুর মহানগর বাসন থানা বিএনপি সভাপতি তানভীর সিরাজ।

তানভীর সিরাজ বলেন, অপরাধী চক্রের ভিডিও ধারণ করায় সাংবাদিক তুহিনকে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু এসিপির মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম না জেনেই ফেসবুকে এ ঘটনায় বিএনপিকে জড়িয়ে নানা অপপ্রচার চালিয়েছে, যা দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। এরই মধ্যে জিএমপি কমিশনার এ হত্যাকাণ্ডের মূল রহস্য উদঘাটন করেছেন। যেখানে রাজনৈতিক কোনো সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন তিনি। তাই দলের নির্দেশনা অনুযায়ী আমি বাদী হয়ে মামলা করতে আসলাম।

মামলার আইনজীবী এড.সিদ্দিকুর রহমান জানান, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট মামলাটি আমলে নিয়েছেন এবং সিআইডিকে তদন্তের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত বাংলাদেশ: প্রধান উপদেষ্টা

বাংলাদেশ আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

আজ মঙ্গলবার সকালে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে দেশটির প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহীমের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক শেষে এক যৌথ ব্রিফিংয়ে ড. ইউনূস একথা জানান।

ড. ইউনূস বলেন, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়েই বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সে অনুযায়ী প্রস্তুতি চলছে।
বৈঠক শেষে যৌথ ব্রিফিংয়ে মালয়েশিয়ান ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশে বিনিয়োগের বড় সুযোগ রয়েছে। এখানে সম্ভাবনা অপার। বিনিয়োগের পরিবেশ এখন অনেক স্থিতিশীল এবং ব্যবসাবান্ধব।

রোহিঙ্গা সংকট নিয়েও এই ব্রিফিংয়ে কথা বলেন ড. ইউনূস। তিনি বলেন, রোহিঙ্গা ইস্যুটি বাংলাদেশের জন্য একটি বড় ধরনের মানবিক ও রাজনৈতিক সংকট। এই সংকট সমাধানে আঞ্চলিক সংগঠন আসিয়ানের সহায়তা প্রয়োজন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আসিয়ান ভূমিকা রাখবে এই সমস্যার টেকসই সমাধানে।

এর আগে সকাল ১০টায় পুত্রাযায়ায় মালয়েশিয়ার প্রশাসনিক ভবনে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে বসেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও আনোয়ার ইব্রাহীম। বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠক শেষে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে মোট পাঁচটি সমঝোতা স্মারক সই হয়। এসব চুক্তি বিভিন্ন খাতে সহযোগিতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে সই করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে— প্রতিরক্ষা, শ্রমবাজার, জ্বালানি, বিদ্যুৎ এবং রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে সহযোগিতা। এছাড়াও তিনটি নোট অব এক্সচেঞ্জ সই হয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টার এই তিন দিনের সফরের এটি ছিল প্রথম দিনের কর্মসূচি। সফরের বাকি সময়জুড়ে তিনি মালয়েশিয়ার ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, প্রবাসী বাংলাদেশি এবং নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে একাধিক বৈঠকে অংশ নেবেন।

সূত্র: যুগান্তর

অবৈধ অস্ত্রে আতঙ্ক

এখনো হদিস নেই পুলিশের লুট হওয়া ১ হাজার ৪০৫ অস্ত্র, আড়াই
লাখ গুলির
সহস্রাধিক লাইসেন্স করা অস্ত্রও অপরাধীদের হাতে, খুনাখুনি-দস্যুতায় থমথমে দেশ

নির্বাচনের আগে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে অপরাধজগৎ। তৎপর হয়ে উঠেছে আন্ডারওয়ার্ল্ডের ভয়ংকর সন্ত্রাসী এবং তাদের সহযোগীরা। সীমান্ত পেরিয়ে আসা অবৈধ অস্ত্রে সারা দেশে বেড়েছে রক্তের খেলা। এক বছরেও হদিস নেই পুলিশের লুট হওয়া ১ হাজার ৪০৫টি অস্ত্র ও আড়াই লাখ গুলির।

বৈধ লাইসেন্সধারীদের জমা না দেওয়া ১ হাজার ৬৫৪টি অস্ত্রও এখন অবৈধ হয়ে অপরাধীদের হাতে।
রাজধানীর মহাখালীতে ১ আগস্ট রাতে গুলি করে জামাল হোসেন নামে এক যুবককে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা। পরদিন দারুস সালামে নিজ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে গুলি করে হত্যা করা হয় ইন্টারনেট ব্যবসায়ী তাহমিনা রহমানকে। এ দুই হত্যায় জড়িতরা শীর্ষ সন্ত্রাসীদের সহযোগী- এমনটিই বলছেন তদন্ত সংশ্লিষ্টরা।

এলিট ফোর্স র্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপস্) কর্নেল ইফতেখার আহমেদ বলেন, প্রয়োজনীয় সব কিছুই করছে র্যাব। অপরাধীকে আমরা অপরাধী হিসেবেই দেখি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, নির্বাচনকেন্দ্রিক সব প্রস্তুতিই আছে। এখনো নির্দেশনা পাইনি।

অবৈধ অস্ত্রধারী, চাঁদাবাজ এবং মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান

অব্যাহত আছে।

গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বলছেন- থানা থেকে লুট হওয়া বেশির ভাগ অস্ত্র এখনো উদ্ধার হয়নি। এসব ব্যবহৃত হচ্ছে হত্যা, হামলা, ছিনতাই, ভাঙচুর ও চাঁদাবাজির ঘটনায়। সীমান্ত পেরিয়ে আসছে অস্ত্র ও গোলাবারুদ। চিহ্নিত সন্ত্রাসী এবং পতিত হাসিনা সরকারের মদতপুষ্ট অপরাধীদের কাছে যাচ্ছে এসব অস্ত্র।

একটি বিদেশি শক্তিও তাদের সহায়তা করছে। গত বছর সরকার পরিবর্তনের পর ৪৬০ থানা ও ১১৪ ফাঁড়ির পিস্তল, রাইফেল, এসএমজি, শটগানসহ ৫ হাজার ৭৫৩টি অস্ত্র ও ৬ লাখ ৫১ হাজার ৮৩২টি গুলি লুট হয়। গণভবন থেকে লুট হয় এসএসএফের ৩২টি ভারী অস্ত্র। লুট হয় কাঁদানে গ্যাস লঞ্চার, শেল, স্প্রে, বিভিন্ন বোরের গুলি ও সাউন্ড গ্রেনেড। র্যাব সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪৮৪টি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে র্যাবের লুট হওয়া ৯০, পুলিশের ২২৮ এবং ১৬৬টি অবৈধ অস্ত্র রয়েছে। উদ্ধার হয়েছে ২০ হাজারের বেশি গুলি। থানা ও ফাঁড়ি থেকে লুট হওয়া অস্ত্রের বড় অংশ এখনো অপরাধীদের হাতে। অপরাধ বিশ্লেষকরা বলছেন, অস্ত্রধারীরা অস্থিরতা বাড়াচ্ছে। লঙ্ঘন করছে মানবাধিকার। নির্বাচনের আগে সহিংসতা ঠেকাতে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করা জরুরি।
পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া) এএইচএম শাহাদাত হোসাইন জানান, অনেক অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে, বাকিগুলো উদ্ধারে অভিযান চলছে।

অপরাধ বিশেষজ্ঞ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. তৌহিদুল হক বলেন, দল এবং ব্যক্তি সম্পর্কের ঊর্ধ্বে উঠে অপরাধ দমন করতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে এখন কোনো কিছুই গোপন থাকে না। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, স্বাধীনতার পর থেকে ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত দেশে ৫১ হাজার ৭৫৮টি অস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়া হয়। আওয়ামী লীগের ১৫ বছরের শাসনামলে দেওয়া হয় ১০ হাজার ৮৪৫টির। এগুলোর লাইসেন্স স্থগিত করে জমা চায় সরকার। জমা পড়ে ৯ হাজার ১৯১টি অস্ত্র। জমা না পড়া ১ হাজার ৬৫৪টি অস্ত্র এখন অবৈধ।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম নগরীর বায়েজিদ বোস্তামী থানার কালারপুল এলাকায় ভারী অস্ত্র নিয়ে মহড়া দেয় চাঁদাবাজ সন্ত্রাসীরা। শটগান হাতে থাকা সন্ত্রাসী সাজ্জাত হোসেনের নাম জানতে পারে পুলিশ। ২১ জুন নরসিংদীর পলাশে সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ ছাত্রদল কর্মী ইসমাইল হোসেনের মৃত্যু হয়। ১৫ জুন ঘোড়াশালে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হন ১০ জন। ২০ জুন চট্টগ্রামের

রাঙ্গুনিয়ায় শিবুউ মারমাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

৩ আগস্ট কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে সাবেক ইউপি মেম্বার আলাউদ্দিনকে বাড়ির সামনে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করা হয়। এর আগে পুলিশের লুট হওয়া অস্ত্র দিয়ে প্রেমিকের হাতে খুন হন শাহিদা ইসলাম নামে এক নারী। ১৯ জুন রাজধানীর পল্টনে মাদক কারবারিদের ছোড়া গুলিতে পুলিশের দুই সদস্য আহত হন। ১৮ জুন রাজধানীর মিরপুরে গুলি করে মানি এক্সচেঞ্জ ব্যবসায়ীর ২১ লাখ টাকা ছিনতাই করে দুর্বৃত্তরা। এর আগে ৬ আগস্ট মোহাম্মদপুর জেনেভা ক্যাম্পে গুলিতে মারা যান শাহেন শাহ নামের এক যুবক। গুলিবিদ্ধ হন শুভ নামের আরেক যুবক। ১৭ আগস্ট আবারও সংঘর্ষ হয়। চলে ২৩ আগস্ট পর্যন্ত। ৩০ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবার সংঘর্ষ হয়।

৪ সেপ্টেম্বর গুলিতে মারা যান অটোরিকশাচালক সাদ্দাম হোসেন সনু। ২২ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে পরদিন সকাল পর্যন্ত চলে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও গোলাগুলি। এর মধ্যে চুয়া সেলিমের স্ত্রী নাগিন বেগম এবং ২৩ সেপ্টেম্বর চারকো ইরফান গুলিবিদ্ধ হন। ২৪ সেপ্টেম্বর গুলিবিদ্ধ সাগর চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল ভোরে মারা যান। তিনি পেশায় কসাই ছিলেন। ৩১ মে ককটেল বিস্ফোরণ ও গুলিতে মারা যায় রাসেল নামের এক শিশু।

সূত্র : কালের কন্ঠ